[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় স্বর্ণের বার ও মোটরসাইকেলসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী ঠাকুরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ কেজি ৩৩৫ গ্রাম ওজনের ৮টি অবৈধ স্বর্ণের বার ও একটি লাল রঙের ইমা মোটরসাইকেলসহ একজনকে আটক করেছে বিজিবি।

আজ বুধবার এক অভিযানে অবৈধ স্বর্ণের বার ও মোটরসাইকেলসহ একজনকে আটকের ঘটনাটি ঘটে। আটক আকরাম হোসেন (৩০) ঠাকুরপুর গ্রামের মরহুম আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান এদিন বেলা ৩টার পর এক মেইল বার্তায় সাংবাদিকদের জানান, ঠাকুরপুর গ্রাম ব্যবহার করে এখান থেকে ভারতে অবৈধ স্বর্ণ পাচার হবে এমন খবর পেয়ে তারই নির্দেশনায় ঠাকুরপুর বিওপি কমান্ডার সুবেদার মোঃ সাইফুল ইসলামের নের্তৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৯০ হতে দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি বাগানের পাশে বটতলায় অবস্থান নেন। এ সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে মোটরসাইকেলযোগে ওই এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে থামতে বলে। এরপর সে মোটরসাইকেল চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তার কোমরের লুঙ্গির ভেতর স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৪টি প্যাকেট আছে বলে সে স্বীকার করে। ওই প্যাকেটির ভেতর থেতে ২.৩৩৫ কেজি ওজনের ৮টি অবৈধ স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে সুবেদার মোঃ সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করে আটক চোরাকারবারীকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। জব্দকরা অবৈধ স্বর্ণের বারগুলো পরীক্ষার পর চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার হবে বলে তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যাগে ২০জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি ও ২ জন শিক্ষার্থীর মাঝে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয় হতে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বরাদ্দ প্রাপ্ত ২০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে এ শিক্ষাবৃত্তি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড, কিসিঞ্জার চাকমা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কে, এম মঞ্জিলুর রহমান,সহকারী কমিশনার ভূমি দেবাশীষ বোস,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাসুম বিল্লাহ্, একাডেমিক সুপার ভাইজার ইমরুল হক,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক,প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, শিক্ষক গৌতম কুমার,আহসাস কবির বকুলসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজা।

উল্লেখ, প্রাথমিক পর্যায়ে ১০জন,মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫ জন, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩ জন ও দুই শিক্ষার্থীকে বাই সাইকেল প্রদান করা হয়।

পরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা আলমডাঙ্গা পৌরসভা, উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন করে।

দর্শনায় শিশু ধর্ষন মামলার আসামী গ্রেফতার

দর্শনায় শিশু ধর্ষন মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা (৪৫) নামের এক ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার ৮ জুলাই দিবাগত রাত সোয়া ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সুজন আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ স্থানীয় সোর্সর মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্তি হয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ অভিযানে শিশু ধর্ষন মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা (৪৫) নামের এক ধর্ষককে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত ধর্ষক দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত ৩০ জুন রোববার দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের শফিকুল্লাহর স্ত্রী বিউটি পারিবারিক প্রয়োজনে ঢাকায় যান। এসময় তার ছেলে সাজিদ শাহারিয়ারকে মৃত খেদের আলীর ছেলে তার চাচাতো ভাই আলমের (৪০) বাড়ীতে রেখে যান। কিন্তু তার বাড়ীর রুমের সল্পতা থাকার কারণে বাদীর ছেলে পাশে থাকা জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচার বসত ঘরে ঘুমায়। গত ৭ জুলাই রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা বসত বাড়ীর শয়ন কক্ষের ভিতরে সাজিদ শাহারিয়ার পরিহিত প্যান্ট খুলে মুখ চেপে ধরে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় শিশু সাজিদ শাহারিয়ার মা বিউটি বাদী হয়ে ধর্ষণের অভিযোগে দর্শনা থানায় একটি এজাহার করেন জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচার বিরুদ্ধে।

এ অভিযোগের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সুজন আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ স্থানীয় সোর্সর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩ টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আসামীর বসত বাড়ী। এ অভিযান পরিচালনা করে আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচাকে তার বসতঘর হতে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে আজ মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা কোট পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় আত্মহত্যা প্ররোচনা মামলায় পরকীয়া প্রেমিক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রী রেশমা খাতুন (৩২) আত্মহত্যার ঘটনায় করা প্ররোচনার মামলায় সবুর হোসেন (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার তেতুলবাড়িয়া নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে সবুরকে গ্রেপ্তার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

সবুর হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের আজিবার রহমানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত (২৮মে) মঙ্গলবার দুপুরে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তালাবন্ধ ঘর থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলায় ফাঁস দেয়া লাশ উদ্ধার করা হয়। তার স্বামী শিমুল সর্দার গত তিন বছর সৌদিতে রয়েছেন। ঘটনার ওই দিন আত্মহত্যার আধাঘণ্টা আগে অভিযুক্ত সবুর হোসেনকে তাঁর ঘর থেকে বের হতে দেখেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় গত (১জুলাই) সোমবার গৃহবধূর পিতা সাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে সবুর হোসেনকে আসামি করে আলমডাঙ্গা থানায় আত্নহত্যা প্ররোচনা আইনের ৩০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই গৃহবধূর সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে সবুর। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে রিমান্ড চাওয়া হবে। আজ দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ঋণের কিস্তির চাপে নারীর আত্মহনন

আলমডাঙ্গায় তাসলিমা খাতুন (৫৫) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুরে নিজ বাড়িতে ঘরের আড়ার সঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে ওই নারী আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়। তাসলিমা খাতুন পৌর এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মতিয়ার রহমানের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানায়, তাসলিমা তার সেজো ছেলেকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য উপজেলার কয়েকটি বেসরকারি (এনজিও) থেকে প্রায় ৪ লাখ টাকা ঋণ নেন। প্রতি সপ্তাহে তাকে ৪০ হাজার টাকা কিস্তি দিতে হতো। তার ছেলে বিদেশ থেকে টাকা না দেওয়ায় কিস্তি পরিশোধ করতে পারেননি। এতে শাখা ব্যবস্থাপকসহ কয়েকজন মাঠকর্মী বাড়িতে এসে তাকে গালিগালাজ করেন। তারা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে নেওয়ারও হুমকি দেন।

পুলিশের ভয়ে ও মনের দুঃখে সোমবার দুপুরে নিজ বাড়িতে ঘরের আড়ার সঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করে। বিকেলে স্বজনরা গলায় দড়ি পেঁচানো ঝুলন্ত মরদেহ দেখে আলমডাঙ্গা থানায় সংবাদ দেন। তাসলিমার ছোট ছেলে বিপ্লব জানায়, কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তার মা। এর কিস্তির জন্য গত এক সপ্তাহ ধরে চাপ দিয়েছিলেন এনজিওর কর্মকর্তারা। তারা গালিগালাজ করে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন। লোকসমাজ ও পুলিশের ভয়ে তাঁর মা আত্মহত্যা করেছেন।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, তাসলিমা কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নেওয়ার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছে বলে তথ্য পেয়েছি। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করতে গেলে তারা দুজন ধরা খায়। ঘটনাটি ঘটছে দোস্ত বাজারের শেখ টেডার্সে।

এ দুই চোরের বাড়ি নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর মল্লিকপাড়ার রুবেল হোসেনের ছেলে হুছাইন (১৭) একই ইউনিয়নের বোয়ালমারী পাড়ার ও উম্মাত আলীর ছেলে লিখন (১৫) চুরি করে। পরে চোরের সন্ধানে নামে সাহেব আলী। চোর শনাক্ত করে বিচার দেয় দোস্ত বাজার কমিটির কাছে। বিচার সালিশে হুছাইন উপস্থিত হলেও লিখন উপস্থিত না হওয়ায় আগামীকাল বুধবার আবার সালিশ বৈঠক বসবে বলে জানিয়েছে দোকান মালিক সাহেব আলী। এ সালিস বৈঠকে কিছু মালামাল উদ্ধার করে বাজার কমিটি।

বাকি মালামাল উদ্ধার করতে পারেনি বলে একটি সুত্র জানিয়েছে। উক্ত দোকান থেকে কলের চাপা ৪ পিচ কলের রড ৮ পিচ কলের ঝাকা ১১ টা, কলের জি আই পাইপ ২৫ টা, গ্যাস সিলিন্ডার ২ টা, হাফ মটর ১টা, বড় মোটর ৩ টা, কোমট ১ টা জি আই ফিটিংস মাল ১ বস্তা, ব্যাসিন ১টা চুরি করে। এতে করে চোরেরা প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল চুরি করে। পরে বাজার কমিটির সালিস বৈঠকে চোরের দাদা ও একজনের বাবা উপস্থিত হয়ে এ সব মালামাল ফেরত দেওয়ার কথা বলে।

অভিভাবকের প্রশ্ন এ বয়সে যদি চুরি করে বেড়ায় ভবিষ্যতে এরা বড় ধরনের ঘটনা ঘটাবে বলে ধারনা করছে সাধারন মানুষ।

চুয়াডাঙ্গায় ফল মেলার উদ্বোধন

“ফলে পুষ্টি অর্থ বেশ,স্মার্ট কৃষির বাংলাদেশ” এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে গতকাল সোমবার তিন দিন ব্যাপী ফল মেলা শুরু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফল মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা।

এরপর অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-

পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা.মোঃ সাহাবুদ্দিন, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (উদ্যান) মোমরেজ আলী, সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা আফরিন বিনতে আজিজ, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন প্রমূখ। অনুষ্ঠানের শেষে কৃষকদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।